যুগান্তর

তারিখ ... 06 APR 2014 ...
পৃঃ ২০ কলাম ৩

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে স্কাউটদের এগিয়ে আসতে হবে

গাজীপুরে স্কাউট জাম্বুরি উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

যুগান্তর

গাজীপুরের মৌচাকে নবম বাংলাদেশ ও প্রথম সানসো স্কাউট জাম্বুরির উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্কাউটদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজেদের আধুনিক বিশ্বের সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে সরকার স্কুলগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে গাজীপুরের মৌচাকে বাংলাদেশ স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নবম বাংলাদেশ ও প্রথম সার্ক স্কাউট অর্গানাইজেশন (সানসো) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

'শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য স্কাউটিং' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি আবদুল করিমের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাম্বুরীর সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোঃ হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক, মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

হবে : এগিয়ে আসতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেহের আফরোজ চুমকি, জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, গাজীপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক আক্তারুজ্জামান, জেলা প্রশাসক মোঃ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিশু, কিশোর ও যুবদের সৎ, চরিত্রবান, আত্মপ্রত্যয়ী ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ স্কাউটস এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাই শিক্ষা, মেধা, মনন ও সততার সংমিশ্রণে নিজেদের তৈরি করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে বাংলাদেশ স্কাউটস সব সময় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাই সরকার স্কাউটিংয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ স্কাউটের সংখ্যা এখন ১৩ লাখ, যা জনসংখ্যার তুলনায় বেশি নয়। স্কাউটসের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি স্কাউট নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত দুটো করে স্কাউট দল খোলা যেতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেছি। গত সপ্তাহে আমরা সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৩৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। তারপরও বিদ্যুৎ এবং পানি ব্যবহারে আমাদের সাশ্রয়ী হতে হবে। স্কাউট উন্নয়নে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জেলা পর্যায়ে স্কাউট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। সব জেলায় স্কাউট ভবন নির্মাণ করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস গার্ল-ইন-স্কাউটিং কার্যক্রম তাদের ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে এবং স্কাউটিংয়ে মেয়েদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজার ৬৬৭ জন। এজন্য তিনি স্কাউটসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, স্কাউটিংয়ে মেয়েদের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমরা দেব।

শনিবার সকাল ১০টায় গাজীপুরের মৌচাকে এসে পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রে প্রবেশ করলে তাকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আকম মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ স্বাগত জানান। পরে তাকে জাম্বুরী স্কার্ফ, ব্যাজ, স্যুভেনির ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। স্কার্ফ ও স্যুভেনির প্রদান করেন জাতীয় কমিশনার আবুল কালাম আজাদ। বেলা সাড়ে ১০টার দিকে তিনি স্কাউটস সমাবেশ পরিদর্শন করেন।

সাতদিনব্যাপী এই জাম্বুরী প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবে ১১ এপ্রিল। জাম্বুরীতে স্কাউটিংয়ের নানা বিষয়ের ওপর অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জাম্বুরীতে সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকা, ভুটান ও নেপালের ২৭ জন স্কাউট ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৯ হাজার স্কাউট প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

হিরনকে দেখতে এ্যাপোলো হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী : লাইফ সাপোর্টে থাকা বরিশাল সদর আসনের সংসদ সদস্য অসুস্থ শওকত হোসেন হিরনকে দেখতে ঢাকার এ্যাপোলো হাসপাতালে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার বিকালে তিনি হাসপাতালে গিয়ে তার অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ হিরনের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন এবং তার চিকিৎসায় সব কিছু করতে চিকিৎসক ও দলীয় নেতাদের নির্দেশ দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ইসাহাক আলী খান পান্না, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক বলরাম পোদ্দার, মেজর জেনারেল (অব.) হাফিজ মল্লিক ও বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক আফজালুল করিম।